কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৯

(১)যেতে যেতে তিনি এক জন্মান্ধকে দেখতে পেলেন। (২)তাঁর সাহাবিরা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুজুর, কার গুনাহর কারণে এই লোকটি অন্ধ হয়ে জন্মেছে, তার নিজের নাকি তার বাবা-মার?" (৩)হযরত ইসা আ. উত্তর দিলেন, "এই লোকটি কিংবা তার বাবা-মা গুনাহ করেনি। এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে যেনো আল্লাহর কাজ তার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। (৪)যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, দিন থাকতে থাকতেই আমাদেরকে তাঁর কাজ করতে হবে। রাত আসছে, তখন কেউ কাজ করতে পারে না। (৫)আমি যতোদিন দুনিয়াতে আছি, ততোদিন আমিই দুনিয়ার আলো। "

(৬)একথা বলে তিনি মাটিতে থুথু দিয়ে কাদা বানালেন এবং তা লোকটির চোখে লেপটে দিলেন, (৭)আর তাকে বললেন, "সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।" অতঃপর সে গিয়ে ধুয়ে ফেললো এবং দেখতে পেয়ে ফিরে এলো। (৮)তার প্রতিবেশীরা এবং যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিলো, তারা বলতে লাগলো, "এই লোকটি না এখানে বসে ভিক্ষা করতো?" (৯)কেউ কেউ বলছিলো, "এ সে-ই।" অন্যেরা বলছিলো, "না কিন্তু তারই মতো একজন।" সে বলতে থাকলো, "আমিই সেই লোক।"

(১০)কিন্তু তারা তাকে জিজ্ঞেস করতেই থাকলো, "তাহলে তোমার চোখ কীভাবে খুললো?" (১১)সে উত্তর দিলো, "ইসা নামের এক লোক মাটিতে কাদা বানিয়ে আমার চোখে লেপটে দিলেন এবং আমাকে বললেন, 'সিলো নামক পুকুরে গিয়ে ধুয়ে ফেলো।' তখন আমি গিয়ে ধুয়ে ফেললাম এবং দেখতে পেলাম।" (১২)তারা তাকে বললো, "কোথায় তিনি?" সে বললো, "আমি জানি না।"

(১৩)আগে যে-লোকটি অন্ধ ছিলো, তারা তাকে ফরিসিদের কাছে নিয়ে গেলো। (১৪)যেদিন হযরত ইসা আ. কাদা তৈরি করে লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেদিন ছিলো সাব্বাত।

(১৫)তখন ফরিসিরাও তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে সে দেখার শক্তি পেয়েছে। সে তাদের বললো, "তিনি আমার চোখে কাদা লাগিয়ে দিলেন। তারপর আমি ধুয়ে ফেললাম এবং এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।" (১৬)কয়েকজন ফরিসি বললেন, "এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে সাব্বাত পালন করে না।" কিন্তু অন্যেরা বললেন, "একজন গুনাহগার কীভাবে এরকম মোজেজা দেখাতে পারে?" এবং তারা দু' দলে ভাগ হয়ে গেলেন।

(১৭)তাই তারা সেই অন্ধ লোকটিকে আবার বললেন, "তুমি তার সম্পর্কে কী বলো? তোমার চোখ তো সে-ই খুলে দিয়েছে।" সে বললো, "তিনি একজন নবি।"

(১৮)ইহুদিরা লোকটির বাবা-মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত বিশ্বাস করলো না যে, লোকটি আগে অন্ধ ছিলো এবং এখন দেখতে পাচ্ছে। (১৯)তারা তাদের জিজ্ঞেস করলো, "এ কি তোমাদের ছেলে, যে অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো? তাহলে এখন সে কীভাবে দেখতে পাচ্ছে?" (২০)তার বাবা-মা উত্তর দিলেন, "আমরা জানি এ আমাদের ছেলে এবং এ অন্ধ হয়ে জন্মেছিলো। (২১)কিন্তু আমরা জানি না যে, সে কীভাবে এখন দেখতে পাচ্ছে; এবং এ-ও জানি না যে, কে তার চোখ খুলে দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে প্রাপ্তবয়স্ক। সে নিজের কথা নিজেই বলবে। "

(২২)ইহুদিদের ভয়ে তার বাবামা একথা বললেন। কারণ ইহুদিরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, যে কেউ হযরত ইসাকে মসিহ বলে স্বীকার করবে, তাকে সিনাগোগ থেকে বের করে দেয়া হবে। (২৩)আর তাই তার বাবা-মা বললেন, "সে প্রাপ্তবয়স্ক, তাকেই জিজ্ঞেস করুন।" (২৪)সুতরাং যে-লোকটি আগে অন্ধ ছিলো, তারা দ্বিতীয়বার তাকে ডাকলো এবং বললো, "আল্লাহর প্রশংসা করো! আমরা জানি যে, সেই লোকটি গুনাহগার।" (২৫)সে উত্তর দিলো, "তিনি একজন গুনাহগার কিনা তা আমি জানি না কিন্তু একটি বিষয় আমি জানি যে, আমি অন্ধ ছিলাম এবং এখন দেখতে পাচ্ছি।"

(২৬)তারা তাকে বললো, "সে তোমাকে কী করেছে? কীভাবে সে তোমার চোখ খুলে দিয়েছে?" (২৭)সে তাদের উত্তর দিলো, "আমি আপনাদের বলেছি এবং আপনারা শুনছেন না। আপনারা আবার শুনতে চান কেনো? আপনারাও কি তাঁর সাহাবি হতে চান?" (২৮)তখন তারা তাকে গালি দিয়ে বললো, "তুই তার সাহাবি কিন্তু আমরা হযরত মুসা আ.র উম্মত। (২৯)আমরা জানি যে, আল্লাহ হযরত মুসা আ. এর সাথে কথা বলেছেন কিন্তু এই লোক কোথা থেকে এসেছে তা আমরা জানি না।"

(৩০)লোকটি উত্তর দিলো, "খুবই আশ্চর্যের বিষয়! আপনারা জানেন না তিনি কোথা থেকে এসেছেন অথচ তিনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। (৩১)আমরা জানি যে, আল্লাহ গুনাহগারদের কথা শোনেন না কিন্তু যে তাঁর এবাদত করে ও তাঁর বাধ্য হয়, তার কথা শোনেন। (৩২)দুনিয়ার শুরু থেকে একথা কখনো শোনা যায়নি যে, কেউ কোনো জন্মান্ধের চোখ খুলে দিয়েছে। (৩৩)যদি এই লোক আল্লাহর কাছ থেকে না এসে থাকেন, তাহলে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।" (৩৪)তারা তাকে উত্তর দিলো, "একেবারে গুনাহর মধ্যে তোর জন্ম হয়েছে, আর তুই আমাদের শিক্ষা দিতে চাচ্ছিস?" এবং তারা তাকে বাইরে বের করে দিলো।

(৩৫)হযরত ইসা আ. শুনলেন যে, তারা তাকে বের করে দিয়েছে এবং তিনি যখন তাকে পেলেন, তখন বললেন, "তুমি কি ইবনুল-ইনসানের ওপর ইমান এনেছো?" (৩৬)সে উত্তর দিলো, "হুজুর, তিনি কে? আমাকে বলুন, যেনো আমি তাঁর ওপর ইমান আনতে পারি।" (৩৭)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছো

এবং যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন, তিনিই ইবনুল-ইনসান।” (৩৮)সে বললো, “হুজুর, আমি ইমান এনেছি।” এবং সে নিচু হয়ে তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে সালাম করলো।

(৩৯)হযরত ইসা আ. বললেন, “আমি এই দুনিয়ায় বিচার নিয়ে এসেছি, যেনো যারা দেখতে না পায়, তারা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা অন্ধ হয়ে যায়।” (৪০)কয়েকজন ফরিসি তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে থেকে একথা শুনলেন এবং তাঁকে বললেন, “নিশ্চয়ই আমরা অন্ধ নই?” (৪১)হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “যদি তোমরা অন্ধ হতে, তাহলে তোমাদের গুনাহ হতো না। যেহেতু তোমরা বলো যে, ‘আমরা দেখতে পাই,’ তাই তোমাদের গুনাহ রয়েছে।